রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, আগস্ট ২৫, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৫ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২৩৮-আইন/২০২০।—Army Act, 1952 (Act No XXXIX) এর section 176A তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমান (ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ) প্রবিধানমালা, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) **“ফরম”** অর্থ এ প্রবিধানমালার কোনো ফরম;

(খ) **“যথাযথ কর্তৃপক্ষ”** অর্থ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমান চলাচলের জন্য প্রবিধান ৪ এর অধীন অনুমোদন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ;

(গ) **“যাত্রী”** অর্থ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমানের সহিত সংশ্লিষ্ট বিমান ক্রু ব্যতীত বিমানে ভ্রমণকারী ব্যক্তি;

(ঘ) **“সশস্ত্র বাহিনী”** অর্থ বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী;

(ঙ) **“সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য”** অর্থ সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত যেকোনো সদস্য;

(চ) **"সাধারণ ফ্লাইট"** অর্থ সেনা বিমান কো-অপারেশন ফ্লাইট, সেনা নৌ কো-অপারেশন ফ্লাইট, আন্তঃবাহিনী কো-অপারেশন ফ্লাইট. কমিটমেন্ট ফ্লাইট, সেনা বিশেষ ফ্লাইট ও সেনা প্রশিক্ষণ ফ্লাইট ব্যতীত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিমান দ্বারা পরিচালিত সকল ধরণের উড্ডয়ন কার্যক্রম;

(ছ) **"সেনা প্রশিক্ষণ ফ্লাইট"** অর্থ সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহৃত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমান;

(জ) **"সেনা বিশেষ ফ্লাইট"** অর্থ প্রবিধান ৫ এর অধীন নির্দিষ্ট শ্রেণির যাত্রী বহনের জন্য ব্যবহৃত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমান; এবং

(ঝ) **"সেনাবাহিনী বিমান"** অর্থ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বিমান।

৩। **বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমানের ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা, ইত্যাদি।**—(১) এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্যে ব্যতিরেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমান ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক সেনাবাহিনী বিমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৩) এই প্রবিধানমালার অন্যান্য বিধান এবং সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত বাজেট সাপেক্ষে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমানের পরিচালনা, উড্ডয়ন সময়সীমা, ব্যবহার পদ্ধতি এবং অন্যান্য বিষয়াদি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) প্রশিক্ষণ ফ্লাইটে কোনো যাত্রী ভ্রমণ করিতে পারিবে না।

৪। **বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমান চলাচলের অনুমোদন গ্রহণ।**—(১) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সাধারণ ফ্লাইটসহ অন্যান্য ফ্লাইট চলাচলের জন্য সেনাবাহিনী প্রধান বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত সেনাসদর, জেনারেল স্টাফ শাখার নিকট হইতে অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) বাংলাদেশের বাহিরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমান চলাচলের জন্য এবং সেনা বিশেষ ফ্লাইট চলাচলের জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিকট হইতে অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) বিশেষ প্রয়োজনে সেনা প্রশিক্ষণ ফ্লাইটে যাত্রী বহন এবং অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী প্রধানের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

৫। **সেনা বিশেষ ফ্লাইটের প্রাধিকার।**—(১) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান এবং অনুমোদিত সফর সঙ্গীগণ সেনা বিশেষ ফ্লাইটে ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রাধিকার পাইবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেনা বিশেষ ফ্লাইটে ভ্রমণ বা ভি.ভি.আই.পি (VVIP) ভ্রমণে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কার্যক্রম ব্যাহত না হওয়া সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে সেনা বিশেষ ফ্লাইটে বহন করা যাইবে, যথা :—

(ক) তিন বাহিনী প্রধান;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব;

(গ) মুখ্য সচিব;

(ঘ) প্রতিরক্ষা সচিব;

(ঙ) প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ;

(চ) বাংলাদেশে আগত অন্য দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, বেসামরিক গুরুত্বপূর্ণ অতিথি ও অভ্যাগতবৃন্দ;

(ছ) বেসামরিক সংস্থার প্রতিনিধি; এবং

(জ) মুমূর্ষ রোগী ও নিহত বা আহত ব্যক্তি।

(৪) সেনা বিশেষ ফ্লাইটে আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে, সেনা বিশেষ ফ্লাইটে ভ্রমণের জন্য প্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের স্বামী বা স্ত্রী ও তাহাদের সফর সঙ্গীগণ ভ্রমণ করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ফ্লাইটসমূহে আসন খালি থাকিলেও ভি.আই.পি (VIP) ফ্লাইটসমূহে অন্য কোনো যাত্রী ভ্রমণের ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

৬। **ফ্লাইটের জন্য অধিযাচন (Requisition) প্রেরণ।**—(১) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ব্যতীত অন্যান্য বাহিনী বা আধাসামরিক বাহিনী অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমান বা সেনা বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনার প্রয়োজন হইলে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে অধিযাচন প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) সেনা প্রশিক্ষণ ফ্লাইট এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট পরিচালনার জন্য সেনাবাহিনীর জেনারেল স্টাফ শাখা, আর্মি এভিয়েশন পরিদপ্তরে অধিযাচন প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) সেনা বিমান কো-অপারেশন ফ্লাইট, সেনা নৌ কো-অপারেশন ফ্লাইট, আন্তঃবাহিনী কো-অপারেশন ফ্লাইট, কমিটমেন্ট ফ্লাইট, ন্যাশনাল কমিটমেন্ট ফ্লাইট বা জীবন রক্ষাকারী সাপোর্ট মিশন পরিচালনার জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের অপারেশন ও পরিকল্পনা পরিদপ্তরে অধিযাচন প্রেরণ করিতে হইবে।

ব্যখ্যা।—এই প্রবিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে —

(১) "আন্তঃবাহিনী কো-অপারেশন ফ্লাইট" অর্থ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমান যাহা আন্তঃবাহিনীর প্রশিক্ষণ, অনুশীলন, মহড়া, পীড়িত উদ্ধার এবং আহতদের স্থানান্তরের জন্য ব্যবহার করা হয়;

(২) "কমিটমেন্ট ফ্লাইট" অর্থ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিমান যাহা আধা-সামরিক বাহিনী, অন্যান্য সরকারি সংস্থা বা বেসামরিক সংস্থার প্রশিক্ষণ, অনুশীলন, মহড়া, পীড়িত উদ্ধার এবং আহতদের স্থানান্তরের জন্য ব্যবহার করা হয়;

(৩) "জীবন রক্ষাকারী সাপোর্ট মিশন" অর্থ মুমূর্ষু রোগী বা গুরুতর অসুস্থ রোগীকে জীবন বাঁচানোর জন্য উন্নত চিকিৎসার তাগিদে উন্নত হাসপাতালে স্থানান্তরের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমান পরিচালনা;

(৪) "ন্যাশনাল কমিটমেন্ট ফ্লাইট" অর্থ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমান যাহা সরকারি প্রয়োজনে অথবা জাতীয় স্বার্থে বিভিন্ন সরকারি, আধা সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার জনবল অথবা রশদ অথবা সরঞ্জামাদি স্থানান্তর, প্রশিক্ষণ, মহড়া, জীবিত উদ্ধার ও আহতদের স্থানান্তর অথবা অন্যান্য যেকোনো কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করা হয়;

(৫) "সেনা নৌ কো-অপারেশন ফ্লাইট" অর্থ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমান যাহা বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর প্রশিক্ষণ, অনুশীলন, মহড়া, পীড়িত উদ্ধার এবং আহতদের স্থানান্তরের জন্য ব্যবহার করা হয়; এবং

(৬) "সেনা বিমান কো-অপারেশন ফ্লাইট" অর্থ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমান যাহা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ, অনুশীলন, মহড়া, পীড়িত উদ্ধার এবং আহতদের স্থানান্তরের জন্য ব্যবহার করা হয়।

৭। **ভাড়া পরিশোধের ক্ষেত্রে অব্যাহতি।**—নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে সেনাবাহিনী বিমান বা সেনা বিশেষ ফ্লাইটে ভ্রমণকারীকে কোনো প্রকার ভাড়া পরিশোধ করিতে হইবে না, যথা :—

(ক) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, তিন বাহিনীর প্রধান, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মুখ্য সচিব, প্রতিরক্ষা সচিব, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার কর্তৃক ভ্রমণের ক্ষেত্রে;

(খ) বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, বিমান বাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনী কর্তৃক অপারেশন বা মিশন পরিচালনা ও পরিবহন, মুমূর্ষু রোগী বা নিহত ব্যক্তিকে পরিবহন কিংবা আহত ব্যক্তিকে উদ্ধারের ক্ষেত্রে;

(গ) চাকরিরত সশস্ত্র বা আধাসামরিক বাহিনীর অসুস্থ কোনো সদস্যকে বহনের জন্য বা রোগী, নিহত বা আহত ব্যক্তিকে উদ্ধারের ক্ষেত্রে; এবং

(ঘ) প্রবিধান ১০ এ বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের ভ্রমণের ক্ষেত্রে।

ব্যাখ্যা।—এই প্রবিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "মিশন" অর্থ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিমান দ্বারা পরিচালিত প্রতিটি উড্ডয়ন।

৮। **ভাড়া পরিশোধের হার ও পদ্ধতি।**—(১) প্রবিধান ৭ এ উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভ্রমণকারী ব্যক্তি সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত হারে ও পদ্ধতিতে ভাড়া পরিশোধ করিবেন এবং উক্ত ভাড়া বাবদ অর্থ চালানের মাধ্যমে যানবাহনের নিজস্ব খাতের সরকারি কোষাগারে জমা করিতে হইবে।

(২) কোনো ফ্লাইটে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক খাবার পরিবেশিত হইলে তাহার মূল্য ব্যবহারকারী সংস্থার বিমান ভাড়ার সহিত যুক্ত করা হইবে।

৯। **সামরিক ও অন্যান্য বাহিনীর সদস্যগণের সেনাবাহিনী বিমানে যাতায়াত।**—এই প্রবিধানমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ প্রয়োজনে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে, সশস্ত্র বাহিনী, বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, আনসার ও ভিডিপি বা অন্যান্য সহযোগী ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যগণ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিমানে সাধারণ ফ্লাইটে যাতায়াত করিতে পারিবেন।

১০। **সেনা বিশেষ ফ্লাইট ব্যতীত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমানে ভ্রমণ।**—(১) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে, আসন খালি থাকিলে প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের পর নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ সেনা বিশেষ ফ্লাইট ব্যতীত অন্য কোনো সেনাবাহিনী বিমানে ভ্রমণ করিতে পারিবেন, যথা :—

(ক) সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ, যাহারা সরকারি কর্তব্য ও বদলীজনিত কারণে সরকারি খরচে বিনামূল্যে ভ্রমণের প্রাধিকারভুক্ত, ও তাহাদের পরিবার;

(খ) সরকারি দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে কোনো সরকারি কর্মকর্তা; এবং

(গ) কোনো সামরিক স্থাপনা, সামরিক কুচকাওয়াজ, মহড়া পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানানো হইলে এবং অন্য কোনো যানবাহনের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হইলে, উহাতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত বিদেশি অতিথি ও সামরিক এ্যাটাচি (Defence Attache)।

(২) সরকারি দায়িত্ব পালন ব্যতীত কোনো কর্মকর্তা বা তাহার পরিবারের সদস্য একই দিনে একই ফ্লাইটে গমন এবং ফিরতি ফ্লাইটে আরোহন করিতে পারিবেন না।

১১। **অসামরিক কর্মকর্তাগণের সরকারি দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে ভ্রমণ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র (Duty Flight Certificate) দাখিল।**—এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমানে ভ্রমণের প্রাধিকার রহিয়াছে এমন কোনো অসামরিক সরকারি কর্মকর্তা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমানে আরোহনের পূর্বে “ফরম-ক” অনুসারে উক্ত কর্মকর্তার দফতরের প্রধান বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত অন্য কোনো কর্মকর্তার নিকট হইতে সরকারি দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে ভ্রমণ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র (Duty Flight Certificate) গ্রহণপূর্বক উহা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

১২। **যাত্রীদের অঙ্গীকারনামা প্রদান।**—বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য এবং সরকারি দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে অসামরিক সরকারি কর্মকর্তা ব্যতীত সকল যাত্রীকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমানে ভ্রমণকালে "ফরম-খ" অনুযায়ী একটি অঙ্গীকারনামা প্রদান করিতে হইবে।

১৩। **মালামাল বহন।**—(১) সামরিক স্বার্থহানি না করিয়া এই প্রবিধানমালার অধীন সেনাবাহিনী বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে উহার ধারণ ক্ষমতা সাপেক্ষে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান উহাতে যেকোনো পরিমাণ সরকারি মালামাল বহনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) বিমানের বহন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করিয়া প্রত্যেক যাত্রী সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কেজি মালামাল বহন করিতে পারিবে, তবে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমানে স্থান সংকুলান সাপেক্ষে, বদলীজনিত কারণে প্রাধিকারভুক্ত সেনাসদস্যকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান যেকোনো পরিমাণ মালামাল বহনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

১৪। **বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমান পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমন্বয়।**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিমান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয়, বীমা ও ভাড়া, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

১৫। **সেনাবাহিনী প্রধানের বিশেষ ক্ষমতা।**—প্রবিধান ৫ ও ১০ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান রাষ্ট্রীয় ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনে যেকোনো দেশি ও বিদেশি সামরিক বা অসামরিক ব্যক্তির মরদেহ, ধারণ ক্ষমতা ও সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে, সেনাবাহিনী বিমানে বহনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

১৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) সেনাবাহিনী সদর দপ্তর, জিএস শাখা (এমও পরিদপ্তর), ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২৩.০১.৯০১.০২৪.০৩.১০৪.০৫.৩০.১২.১৫, তারিখ ঃ ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৫ মূলে জারীকৃত আর্মি এভিয়েশনের বিমান ব্যবহার/নিয়োগের নীতিমালা, অতঃপর উক্ত নীতিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত নীতিমালার অধীন—

(ক) জারীকৃত আদেশ, প্রদত্ত নির্দেশ ও কৃত কার্য এই প্রবিধানমালার অধীন জারীকৃত, প্রদত্ত ও কৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) গৃহীত কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা উক্ত নীতিমালার বিধান অনুসারে এইরূপে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন এই প্রবিধানমালা কার্যকর হয় নাই।

ফরম-ক

(প্রবিধান ১১ দ্রষ্টব্য)

সরকারি দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে ভ্রমণ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র

বিষয় : সেনাবাহিনীর বিমানে সরকারি দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে ভ্রমণের প্রত্যয়নপত্র।

সূত্র : সেনাবাহিনী সদর দপ্তরের যোগাযোগ বার্তা নং........................... তারিখ : ....

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, জনাব.. পদবি : ....কে নিম্নবর্ণিত তাহার পরিবারের সদস্যসহ (যদি থাকে) সেনাবাহিনীর বিমানের নির্ধারিত/নিয়মিত যাত্রা নং- ....তারিখ : ....সময় : ....ঘটিকায়........................ স্টেশন : ....হইতে ....স্টেশন পর্যন্ত ভ্রমণের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হইল।

উপরি-বর্ণিত ব্যক্তি এবং তাহার পরিবারের সদস্যকে (যদি থাকে) কোনো প্রকার রেলওয়ে আজ্ঞাপত্র কিংবা ভ্রমণ ভাতা প্রদান করা হয়নি।

এই সনদপত্রের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট অডিট কর্মকর্তার অবগতির নিমিত্ত প্রেরণ করা হইয়াছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পরিবারের সদস্যদের তথ্যাবলি (যদি থাকে) :

১। ....

২। ....

৩। ....

দপ্তর প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল

ফরম-খ

(প্রবিধান ১২ দ্রষ্টব্য)

অঙ্গীকারনামা

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী, সামরিক বিমানে যাত্রী হিসাবে ভ্রমণের আবেদনের প্রেক্ষিতে এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, উক্ত বিমানে যাত্রার কারণে বা যাত্রাকালীন সময়ে কোনো সম্পদ হারানো গেলে বা ক্ষতি হইলে বা দূর্ঘটনায় নিপতিত হইবার কারণে মৃত্যু হইলে কিংবা শরীরের কোনো ক্ষতি বা জখম হইলে, কিংবা উক্ত বিমান যাত্রাকালীন সময়ে আমার কোনো ভুল হইলে, আমি এবং আমার উত্তরাধিকারী কেউই সরকারের বিরুদ্ধে বা সেনাবাহিনীর কোনো কর্মকর্তা বা সামরিক বিমানের ক্রু কিংবা সরকারি কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ দাবি করিব না বা করিতে পারিব না।

স্থানঃ............................ অঙ্গীকারকারীর স্বাক্ষর..................

তারিখঃ.......................... অঙ্গীকারকারীর পদবি...................

ঠিকানাঃ...................................

উত্তরাধিকারীর নামঃ.......................................

ঠিকানাঃ..

....

....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মঞ্জুরুল করিম
উপসচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd